দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 13.JUL.1997 ... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১-৩ ...

শিক্ষা ব্যবস্থা, কতিপয় সুপারিশ

আবদুল খালেক পাটোয়ারী

বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চার স্তরে বিভক্ত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা। এখানে একথা না বললেই নয় যে, উল্লেখিত প্রত্যেক স্তরেই রয়েছে আমাদের নানারকম দুর্বলতা এবং সমস্যা। শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াতেই রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা। আর এ স্তরেই রয়েছে আমাদের সবচাইতে বড় দুর্বলতা। এখনও আমরা দেশের সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে পারিনি। তাছাড়া আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা আবার নানাভাবে বিভক্ত। এখানে যেমন রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেমনি রয়েছে মাদ্রাসা। তাছাড়া রয়েছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল। উপরন্তু এ সমস্ত স্কুল ও মাদ্রাসার আওতার বাইরে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে রয়েছে তাদের জন্য সম্প্রতি চালু হয়েছে এনজিও দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য আনুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আবার নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি। অবস্থাভেদে এ সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা আবার নানা রকমের হয়ে থাকে। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, এবং মানও আশানুরূপ নয়। এ স্তরের বেশির ভাগ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এস এস সি অথবা এইচ এস সি। একটি কথা না বললেই নয় আর তা হচ্ছে এদের বেশির ভাগই আবার তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত। শিক্ষা বিভাগে ২০-২৫ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে লোকজন এতদিন এ সমস্ত চাকরির ব্যবস্থা করে আসছিল। শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণটাও এদের অনেকেরই নেই। কাজেই তাদের কাছ থেকে ভাল শিক্ষা আশা করা বৃথা। শিক্ষা ব্যবস্থার এই স্তরের আর একটি বিশেষ গলদ হচ্ছে এখানে ছোট ছোট শিশুর বাংলা, অংক, পরিবেশ ও সমাজ ছাড়াও দু'টি বিদেশী ভাষা, ইংরেজি এবং আরবি শিখানোর চেষ্টা করা হয়। মাদ্রাসাগুলোতে আবার নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন এবতেদায়ি, হাফেজি, কওমি, আলিয়া এবং দাখেলি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে স্কুল, কলেজের সংখ্যা তেমন একটা বাড়েনি। কিন্তু মাদ্রাসার সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে এবং তা আজ অবধি অব্যাহত আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর জাতিকে পশ্চাৎমুখী করার জন্যই এ ধারা সূচিত হয় যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। জনগণের ধর্মভীরু ভাবকে কাজে লাগিয়ে সমাজের মৌলবাদী অংশ অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী কালো টাকার মালিকদের দিয়ে এ কাজটি সুচারুরূপে চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন বেশির ভাগ মাদ্রাসায় লেখাপড়া শিক্ষার তেমন ভাল সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। তবে অন্ধভাবে ধর্মীয় শিক্ষার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা প্রায় সব মাদ্রাসাতেই আছে বলে ধরে নেয়া যায়। সেখানে ইহজাগতিক শিক্ষা তেমন গুরুত্ব না পেলেও তালেবান ট্রেনিং সেখানে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা হয়ে থাকে বলে পত্রিকায় প্রকাশ। এ সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষকদের (হুজুরদের) শিক্ষাগত যোগ্যতাও আশানুরূপ নয়।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মধ্যেও রয়েছে নানা রকমফের। এ সমস্ত স্কুলে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাসূচি ছাড়াও ইংরেজি ভাষা শিখানোর জন্য এখানে ছোট ছোট শিশুকে বিশেষ চাপের মধ্যে রাখা হয়। এ সমস্ত স্কুলে নার্সারির বাচ্চাদের ২/৩টি ইংরেজি বই পড়ানো হয়। এ অবস্থা কোমলমতি শিশুদের মানসিক বিকাশের সহায়ক নয় বলে শিশু বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তান যারা উপরোল্লিখিত কোনরকম শিক্ষা ব্যবস্থার আওতার মধ্যে আসছে না তাদেরকেই এনজিও স্কুলগুলো অক্ষরজ্ঞান দান করে থাকে। এতে সমাজে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, ফলে সমাজ উন্নয়নের এর একটি ইতিবাচক ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

মাধ্যমিক স্তরেও রয়েছে নানা রকমফের। এখানে যেমনি রয়েছে সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল/মাদ্রাসা তেমনি রয়েছে মডেল স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং ক্যাডেট কলেজ। সুযোগ সুবিধার দিক থেকে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। মানের দিক থেকেও এদের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাছাড়া গ্রামের এবং শহরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও রয়েছে বড় ধরনের পার্থক্য। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করছে। সংখ্যার দিক থেকে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল মাদ্রাসার সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু মানের দিক থেকে এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্থান সর্বনিম্নে। কারণ এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম ও নিম্নমানের। কারো কারো প্রয়োজনীয় ডিগ্রিটাও নেই। যাদের আছে তাদেরটা আবার প্রয়োজনীয় মানের নয় অর্থাৎ নিম্নমানের তৃতীয় শ্রেণীর। অনেকের শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণটাও নেই। এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে ভাল শিক্ষা আশা করা যায় কি? আধাসরকারি, সরকারি স্কুল/মাদ্রাসার অবস্থা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল। মডেল স্কুল এবং ক্যাডেট কলেজ এ সমাজে সাদাহস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এখানে একটা ব্যতিক্রম।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও রয়েছে নানা ধরনের বৈষম্য। এখানেও রয়েছে সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি কলেজ/মাদ্রাসা। সুযোগ সুবিধার দিক থেকে এদের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। তাছাড়া গ্রাম এবং শহরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও রয়েছে অনেক ব্যবধান। বেসরকারি স্কুল/মাদ্রাসার ন্যায় বেসরকারি কলেজেও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাবও এখানে বেশ প্রকট। তাই এখানেও বিজ্ঞান শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা। দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১টি (অবশ্য বেসরকারিগুলো বাদ দিয়ে)। জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। এই ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন এবং বেশ বড়। কিন্তু ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে চিন্তা করলে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট বড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হচ্ছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় বিএড ছাড়া কোন ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করতে পারেনি। তাছাড়া বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও তেমন প্রসার ঘটাতে পারেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শাহবাগস্থ IPGMR ছাড়াও দেশে বর্তমানে ১৩টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৩টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠিত ৫টি এখনও তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া এদের প্রত্যেকের ছাত্র ভর্তি ক্ষমতা মাত্র ৫০ জন। আমরা স্বীকার করি বা না-ই করি এদেশের উচ্চশিক্ষার (সাধারণ) ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজে (মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি কলেজ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক দেশের সকল ছাত্রছাত্রীর স্থান সংকুলান হয় না বিধায় ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেকেই বিদেশে বিশেষ করে ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে চলে যায়। আর আর্থিক কারণে যারা যেতে পারে না তারা বাধ্য হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়। সুযোগ সুবিধার দিক থেকে এসমস্ত কলেজের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি কলেজ হিসাবে এদের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। শহর এবং গ্রামের কলেজের মধ্যেও রয়েছে আকাশ পাতাল তফাৎ। তাছাড়া পুরাতন এবং নতুন কলেজের মধ্যেও রয়েছে নানারকম বৈষম্য। এ সমস্ত কলেজেই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। তাই এ সমস্ত কলেজে লেখাপড়া বিশেষ করে অনার্স/মাস্টার্স পর্যায়ে ভালভাবে হয় না বললেই চলে। উচ্চশিক্ষার এদৈন্য দশার কারণে ইতোমধ্যেই দেশের আনাচে কানাচে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেশ কিছু নামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে এবং এরই মাঝে একজন স্বঘোষিত উপাচার্য জেলেও গেছেন। একই ধারায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৬টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যদিও এদের ১৩টিরই প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র পর্যন্ত নেই বলে পত্রিকায় প্রকাশ। এত কিছু অসুবিধার পরেও বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আর একটি বাড়তি অসুবিধা হয়েছে। আর তা হচ্ছে প্রাইভেট এবং কোচিং ব্যবস্থা। বর্তমানে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর এ কারণেই বর্তমানের চার স্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে তিন স্তরবিশিষ্ট করতে হবে। এ অবস্থায় স্তরগুলো হবে ঃ (১) প্রাথমিক শিক্ষা, (২) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং (৩) উচ্চশিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অবৈতনিক করতে হবে। মাদ্রাসা এবং কিন্ডার গার্টেন শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে অর্থাৎ সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি স্কুল/মাদ্রাসা এবং কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ দূর করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত থাকবে বাংলা, অংক, পরিবেশ ও সমাজ বিজ্ঞান। তবে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি ও ধর্ম পড়ানো যেতে পারে। তাছাড়া ধর্মশিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য আরবি এবং ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য বাড়তি ইংরেজির ব্যবস্থাও এ পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। এইচএসসি-এর নিচে কাউকে এ স্তরে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ কাউকেও এখানে নিয়োগ করা উচিত হবে না। পর্যায়ক্রমে এ স্তরের সকল শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ পর্যায়ের শিক্ষকতায় মহিলাদের প্রাধান্য অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তর হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এবং সে মতে সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি স্কুল/মাদ্রাসা এবং ক্যাডেট কলেজের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ দূর করে সমন্বিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ পর্যায়ের শিক্ষায় নানা ধরনের বিভাজন থাকতে পারে যেমন বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক এবং কারিগরি, ক্যাডেট, ধর্ম (মাদ্রাসা শিক্ষায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য)। এ অবস্থায় লোকসংখ্যা এবং স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসার সংখ্যা কমানো/বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। স্নাতক ডিগ্রির নিচে কাউকে এ পর্যায়ে নিয়োগ করা যাবে না। তবে স্নাতক- উত্তর ডিগ্রিধারীদেরকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত কাউকে এ পর্যায়ে নিয়োগ করা যাবে না। সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষাকে আরো সুসংহত করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহের মান উন্নয়ন করতে হবে। সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি সব কলেজকেই একই পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। শহরের এবং গ্রামের কলেজের মধ্যকার বৈষম্য দূর করতে হবে। সকল কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে। সকল কলেজে অনার্স/মাস্টার্স পড়ানোর সমান সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। সকল কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল কলেজে হোস্টেলের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। দেশে আরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশেষ করে পুরানো জেলাগুলোতে যেখানে এখন পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই সে সমস্ত জেলাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে। পরে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলো উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। চট্টগ্রাম বিভাগে (কুমিল্লায়) একটা কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অতিসত্বর দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকে প্রাইভেট এবং কোচিং ব্যবসা দূর করা প্রয়োজন।

উপসংহারে বলতে চাই প্রতিবছরই জাতীয় বাজেটে অনুৎপাদক সামরিক খাতের চাইতে উৎপাদনশীল শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে। বর্তমানে চার স্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অবৈতনিক করতে হবে। সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি স্কুল/মাদ্রাসা এবং কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ দূর করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তর ঘোষণা করে সরকারি, আধারসরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ/মাদ্রাসা এবং ক্যাডেট কলেজের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ দূর করে সমন্বিত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ দূর করে প্রত্যেক কলেজে অনার্স/মাস্টার্স চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের পুরাতন জেলার যেগুলোতে এখন পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই সে সমস্ত জেলাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ডঃ আবদুল খালেক পাটোয়ারী ঃ অধ্যাপক, গবেষক, বিজ্ঞানী। কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।)